মানবজীবনে সুন্নাহ অনুসরণ, অবমাননা ও অস্বীকৃতি ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ

মো: শেখ ফরিদ *
ড. মোবারক হোসেন **

সারসংক্ষেপ : ইসলামী শরী'আতের মৌলিক চারটি উৎসের মধ্যে সুন্নাহ দ্বিতীয়। সুন্নাহ বলতে বোঝায় কুরআন ছাড়া রাসূলের সব কথা, কাজ, সমর্থন ও অনুমোদন। শরী'আতে সুন্নাহ'র গুরুত্ব অপরিসীম। সুন্নাহ একদিকে যেমন কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের বাহক বিশ্বনবীর পবিত্র জীবন-চরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা, কাজ, হেদায়েত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। তাই সুন্নাহ ব্যতীত কুরআন বুঝা দুরূহ। কুর'আনে বহু আহকাম পালনের নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু অনেক আহকামেরই বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ নেই। এর ভার ন্যস্ত হয়েছে রাসূলের ওপর। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুর'আন যেন হৃৎপিণ্ড, সুন্নাহ হচ্ছে সেই হৃৎপিণ্ডের সংযুক্ত ধমণী। ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে এই ধমণী প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সক্রিয় ও প্রাণবন্ত করে রাখে। কিন্তু বর্তমানকালে মুসলমানদের মধ্যে এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠী এবং অমুসলিমদের একটি অংশ পরিদৃষ্ট হচ্ছে, যারা কুরআন মাজীদের সঙ্গে রাসূলের সুন্নাহ'কে ইসলামের উৎস হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছে। সুতরাং যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ'র বিরুদ্ধাচরণ করবে, অবমাননা করবে ও অস্বীকৃতি জানাবে তারা দুনিয়াতে আল্লাহর লা'নতপ্রাপ্ত ও আখিরাতে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। এই প্রবন্ধে মানবজীবনে সুন্নাহ'র অপরিহার্যতা প্রমাণ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

মূলশব্দ : কুর'আন, সুন্নাহ, সালাত, যাকাত, সাহাবী ও শরী'আত।

ভূমিকা :

সুন্নাহ বলতে বোঝায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিজের বাণী, কর্ম এবং সাহাবীগণের এমন বাণী ও কর্ম, যেগুলোর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৌন সম্মতি প্রদান করেছেন। সাহাবীগণের বাণী ও কর্মের স্বপক্ষে তাঁদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ও কর্মের কোন সনদ অবশ্যই রয়েছে, এ ভিত্তিতে সাহাবীগণের বাণী ও কর্ম সুন্নাহের অন্তর্ভুক্ত। সুন্নাহ হলো কুর'আনের ব্যাখ্যা। সুন্নাহ বাদ দিয়ে কুর'আনের ওপর আমল করা বা তা বোঝা সম্ভব নয়। যেমন, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা ইত্যাদির আদেশ কুর'আনে দেয়া হয়েছে কিন্তু সালাত কীভাবে আদায় করতে হবে এবং যাকাত কি পরিমাণ আদায় করতে হবে, কোন কোন সম্পদের যাকাত দিতে হবে এবং কোন সম্পদের যাকাত দিতে হবে না; তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। মূলত আল-কুর'আন হলো একটি নকশা এবং সুন্নাহে রাসূল যেন সেই নকশা অনুযায়ী নির্মিত ইমারত। তাই তো সুন্নাহর বাইরে যে আমল করা হয়, তা পরিত্যাজ্য। আর সুন্নাহ ছাড়া আমল হল বিদ'আত, আর বিদ'আত হল ভ্রষ্টতা, আর ভ্রষ্টতা হল জাহান্নামের পথ। সহীহ সুন্নাহর ওপর আমল হল নাজাতের অসীলা, মুক্তির পথ। সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করা ছাড়া নাজাত বা মুক্তি লাভ

---

* মো : শেখ ফরিদ, সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ, সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫।

** ড. মোবারক হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

করা সম্ভব নয়। আর এ কথাও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার মাধ্যম রাসূলের অনুসরণ। আল্লাহকে ভালোবাসতে হলে, রাসূলের অনুসরণের কোন বিকল্প নেই। রাসূলের অনুসরণের মাধ্যমেই আল্লাহর ভালোবাসা লাভ হয়। এটিই বক্ষমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

গবেষণা পদ্ধতি :

এ প্রবন্ধটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উপাত্তের ওপর নির্ভরশীল; যা বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ থেকে সংগ্রহ করে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধটির তথ্যসূত্র উল্লেখের ক্ষেত্রে বর্তমান বিশ্বে রিসার্স মেথোডলজিতে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ 'শিকাগো স্টাইল' অনুসরণ করা হয়েছে।

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা :

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সকল নবী ও রাসূলের নেতা। কুর'আন মাজীদে তাঁর মর্যাদাকে সমুন্নত করা হয়েছে। কিয়ামতের কঠিন মুসিবতের সময় তাঁর শাফায়াত আল্লাহ গ্রহণ করবেন। তাঁর আনুগত্য করা মুসলিম হওয়ার পূর্ব শর্ত। তাঁকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসা ঈমানের দাবী। তাঁর উত্তম চরিত্রের সার্টিফিকেট স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। তাঁর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির শুরু থেকেই অনেকে বিরোধিতা করলেও কেউ তাঁর চরিত্র নিয়ে কোন কটূক্তি করতে পারেনি। অথচ বর্তমানে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু জ্ঞানপাপী রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে কাল্পনিক কিচ্ছা-কাহিনী তৈরী করছে। এ ঘৃণ্যতম কাজ থেকে জাতিকে রক্ষা ও সতর্ক করার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

গবেষণার গুরুত্ব :

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন। তাই ইচ্ছা করে তাঁর মর্যাদা কেউ কমাতে পারবে না যতই বিরুদ্ধবাদীরা নবীকে নিয়ে কটূক্তি এবং অবমাননাকর কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকুক না কেন। কেননা মহান আল্লাহই তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। এছাড়া রাসূল (সাঃ) ছিলেন বিশ্ববাসীর জন্য একটি আদর্শ মডেল। যার আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষ সকল স্তরের মানুষ সন্তুষ্ট ছিল। আর এ কারণেই বিশ্ববাসীর জন্য রাসূল (সাঃ) কে অনুসরণ ও অনুকরণ করা মহান আল্লাহ্ তা'আলা ফরয করে দিয়েছেন, যা অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ইসলাম ধর্ম ত্যাগী, মুরতাদরাও শাস্তিযোগ্য অপরাধী। যারা রাসূল (সাঃ) কে নিয়ে উপহাস বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে তারা কাফের হয়ে যায়। যদিও তারা সালাত, সাওম ইত্যাদি আদায় করুক না কেন।

সুন্নাহ পরিচিতি :

আস-সুন্নাহ (السنة) শব্দটি سن يسن থেকে ক্রিয়ামূল উৎকলিত। এটি একবচন, বহুবচনে سنن বা সুনান। যার অর্থ তরীকা বা পন্থা, পদ্ধতি, রীতিনীতি, হুকুম ইত্যাদি। এই পদ্ধতি ও রীতিনীতি নন্দিত বা নিন্দিত কিংবা প্রশংসিত বা ধিকৃত উভয়েই হতে পারে (আফরীকী, ১৯৯৩)।

মিসবাহুল মুনীর গ্রন্থকার তার স্বীয় গ্রন্থে বলেন, সুন্নাহ (سنة) শব্দটির আরবি আভিধানিক অর্থ হলোঃ الطريقة অর্থাৎ পথ ও পদ্ধতি, চাই সেটি ভালো হোক বা খারাপ হোক (আল-মুকরী, তা.বি.)।

আল মুফরাদাত গ্রন্থের প্রণেতা গরীবুল কুর'আনে উল্লেখ করেন, السنن শব্দটি سنة শব্দের বহুবচন। আর রাসূলের সুন্নাহ, এ কথার অর্থ হলো রাসূলের আদর্শ যা তিনি পালন করতেন। আল্লাহর সুন্নাহ এ কথার অর্থ, আল্লাহর পথ ও পদ্ধতি, তাঁর হিকমত এবং তাঁর আনুগত্যের নিয়ম ও পদ্ধতি। "সুন্নাহ" এ অর্থেই কুর'আন ও হাদীসে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে (আল-কুরআন, ৩:১৩৭)।

কুর'আন ও হাদীসে সুন্নাহ (سنة) শব্দের অর্থ করা হয়েছে নিয়ম (আল-কুরআন, ১৭:৭৭), রীতিনীতি (আল-কুরআন, ১৮:৫৫), বিধান (আল-কুরআন, ৩৩:৩৮) ইত্যাদি। হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায়ও সুন্নাহ শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ -صلى الله عليه وسلم- سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّى هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ.

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আগামীকাল (কিয়ামতের দিন) পূর্ণ মুসলিম হিসাবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে ভালবাসে; সে যেন এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের (জামাতের) প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখে যেখানে আজান দেয়া হয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবীর জন্য 'সুনানে হুদা' নির্ধারণ করেছেন। আর এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সুনানে হুদারই অন্তর্ভুক্ত। যদি তোমরা তোমাদের ঘরে-বাড়িতে নামাজ আদায় কর, যেভাবে এ জামাত বরখেলাফকারী তার ঘরে আদায় করে, তা হলে তোমরা নবীর সুন্নাহ ত্যাগ করলে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাহ ত্যাগ কর তা হলে নিশ্চয়ই গোমরাহ হয়ে যাবে" (মুসলিম, ১৩৬৭ হি.)।

এ হাদীসে সুন্নাহ শব্দটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসৃত নীতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟

সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—"তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির রীতি-নীতি বিঘতে-বিঘত, হাতে-হাত অর্থাৎ হুবহু অনুসরণ করবে, এমনকি তারা গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করলে তোমরাও তাদের অনুসরণ করে একই গর্তে প্রবেশ করবে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! পূর্ববর্তী জাতি বলতে কি ইয়াহুদ ও নাসারা? তিনি বললেন, তাহলে আবার কারা" (মুসলিম, ২৬৬৯)?

পারিভাষিক সংজ্ঞায় 'সুন্নাহ'-এর বেশ কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। যা নিম্নরূপঃ

১. আল্লামা ফখরুল ইসলাম বযদুবী (রহ.) বলেন—

أن السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين.

"ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত দ্বীনের মধ্যে প্রচলিত সব কিছুই সুন্নাহ" (বুখারী, ১৪১৮ হি.)।

২. সফীউদ্দীন আল-হাম্বলী (রহ.) বলেন—

لفظ السنة شامل لقول الرسول وفعله عليه السلام وتطلق على طريقة الرسول والصحابة.

"সুন্নাহ শব্দটি দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী, কাজ ও এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের অনুসৃত বাস্তব কর্মনীতি অর্থেও ব্যবহৃত হয়" (বুখারী, ১৪১৮ হি.)।

৩. উসূলবিদগণের পরিভাষায়—

ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير.

"যে সকল বাণী, কর্ম ও অনুমোদনকে রাসূল (সাঃ) এর দিকে সম্বন্ধিত করা হয় তাই সুন্নাহ" (জাযায়েরী, ১৪১৬ হি.)।

৪. আল্লামা সারাখসী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাগণ (ফরয ও ওয়াজিব ব্যতিরেকে) যা কিছু প্রচলন করে রেখে গেছেন তা-ই সুন্নাহ। অতপর তিনি সাহাবাগণ কর্তৃক প্রচলিত বিধানকে সুন্নাহের মধ্যে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে শাফেয়ীদের দ্বিমতের বিষয় উল্লেখ করেছেন (সারাখসী, ১৪১৪ হি.)।

মোটকথা, সুন্নাহ শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি মহানবী (সাঃ) অবলম্বন করতেন তাই সুন্নাহ। কুর'আনে রাসূলের (সাঃ) সর্বোত্তম আদর্শ বলতে সুন্নাহকেই বুঝানো হয়েছে।

এ ছাড়া বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম. -এর সামগ্রিক জীবন-পদ্ধতিই সুন্নাহ। যে কাজ তিনি ফরয হিসেবে করেছেন তা ফরয হিসেবে করাই তাঁর সুন্নাহ। যা তিনি নফল হিসেবে করেছেন তা নফল হিসেবে করাই তাঁর সুন্নাহ। যা তিনি সর্বদা নিয়মিতভাবে করেছেন তা সর্বদা নিয়মিতভাবে করাই তাঁর সুন্নাহ। যা তিনি মাঝে মাঝে করেছেন তা মাঝে মাঝে করাই তাঁর সুন্নাহ। যা তিনি কখনো করেননি, তা সর্বদা বর্জন করাই তাঁর সুন্নাহ। যা তিনি মাঝে মাঝে বর্জন করেছেন তা মাঝে মাঝে বর্জন করাই তাঁর সুন্নাহ।

মানবজীবনে সুন্নাহ অনুসরণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য :

ইসলামী শরী'আতের উৎস দু'টি, আল-কুর'আন ও আস-সুন্নাহ। কুর'আনের পরই সুন্নাহর স্থান। সুন্নাহ প্রকৃত পক্ষে আল-কুর'আনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। বলা যায় যে, কুর'আন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের হৃদপিণ্ড স্বরূপ। আর সুন্নাহ এ হৃদপিণ্ডের চলমান ধমনী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ মানুষের জন্য মহামূল্যবান জ্ঞান সম্পদ হিসাবে সারাবিশ্বে সমাদৃত। ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা ধরে রাখতে সুন্নাহর ভূমিকা অপরিসীম। এতদসম্পর্কিত একটি বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপিত হলো।

১. সুন্নাহ হলো ওহী : ওহী দুই প্রকার। ওহীয়ে মাতলূ ও ওহীয়ে গায়রে মাতলূ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ হলো ওহীয়ে গায়রে মাতলু। এ সম্পর্কে মহান আলাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.

"আর সে মনগড়া কথাও বলে না। তাতো ওহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়" (আল-কুরআন ৫৩:৩-৪)।

আল্লাহ তা'আলা কুর'আনে সুন্নাহকে হিকমাহ বলে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ.

"এবং আল্লাহ তোমার প্রতি গ্রন্থ ও হিকমাহ (হাদিস) অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতে না, তিনি তাই তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন" (আল-কুরআন ৪ :১১৩)।

২. **আল-কুর'আনের ব্যাখ্যাই সুন্নাহ :** আল-কুর'আনের বিস্তারিত ব্যাখ্যাই হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ। তাই সুন্নাহকে বাদ দিয়ে কোনোভাবেই কুর'আনের উপর আমল করা বা কুর'আন বুঝা সম্ভব নয়। যেমন— নামায আদায় করা, যাকাত দেয়া ইত্যাদির আদেশ মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনে দেয়া হয়েছে; কিন্তু কীভাবে তা সম্পাদন করতে হবে তা বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়নি। এ সব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহেই রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

"আর আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি, শুধু এ জন্য যে, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করছে, তা তাদের জন্য তুমি স্পষ্ট করে দেবে এবং (এটি), হেদায়াত ও রহমত সেই জাতির জন্য যারা ঈমান আনে" (আল-কুরআন ৮ :৫২)।

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, মালিক ইবনু আনাস (রহ.) হতে মুরসালরূপে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.

"আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ তোমরা সে দু'টি জিনিস আঁকড়ে থাকবে, ততক্ষণ পথভ্রষ্ট হবে না, তাহলো : আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (সাঃ)হাদীস" (আনাস, তা.বি.)।

৩. **সুন্নাহ ব্যতীত আমল বিদ'আত ও পরিত্যাজ্য :** মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোন আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কুর'আন ও সুন্নাহের অনুসরণ আবশ্যক। তাই যে বিষয়ে সুন্নাহে কোনো নির্দেশনা নেই তা-দ্বীনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করানো বিদ'আত। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন,

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا.

"সর্বোত্তম বাণী আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম পথ নির্দেশনা হল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পথ নির্দেশনা। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হল নতুন ভাবে উদ্ভাবিত পন্থাসমূহ" (মুসলিম-২০৪২)।

এমন আমল সর্বদাই পরিত্যাজ্য। এসম্পর্কে আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেন,

وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করেছে যা এতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।"

৪. **সুন্নাহ ভিত্তিক আমলেই রয়েছে মুক্তি :** মুমিনের জীবনে সুন্নাহভিত্তিক আমল অপরিহার্য। কারণ সুন্নাহভিত্তিক আমলেই রয়েছে নাজাত বা মুক্তি। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, আবূ হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى.

"আমার সকল উম্মাত জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করবে সে ব্যতীত। জিজ্ঞেস করা হল, কে অস্বীকার করবে? তিনি বললেন, যারা আমার অনুসরণ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যারা আমার অবাধ্য হবে তারাই (জান্নাতে প্রবেশ করতে) অস্বীকার করল" (মুসলিম-৭২৮০)।

৫. **সুন্নাহ অনুসরণের মাধ্যমেই আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ :** মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনীত সুন্নাহ অনুসরণের মাধ্যমেই মহান আল্লাহর বিধান আমল ও প্রতিষ্ঠা করা হয়। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ অনুসরণই আল্লাহর আনুগত্য করার নামান্তর। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন,

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا.

"যে রাসূলের হুকুম মানল, সে তো আল্লাহরই হুকুম মানল, আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে আমি তোমাকে তাদের প্রতি পাহারাদার করে পাঠাইনি" (আল-কুরআন, ৪:৮০)।

৬. **সুন্নাহ মানবজীবনের উত্তম আদর্শ :** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনই হলো একজন মুমিনের জন্য অনুকরণীয় উত্তম আদর্শ। তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। তাঁর জীবনীতেই রয়েছে মানব জীবনের উত্তম আদর্শ। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে; যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে" (আল-কুরআন, ৩৩:২১)।

৭. **সুন্নাহ আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার মাধ্যম :** আল্লাহকে ভালোবাসার মাধ্যম হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ অনুসরণ করা। আল্লাহকে ভালোবাসতে হলে, সুন্নাহর অনুসরণ ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প তরীকা নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসো তবে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাসমূহ ক্ষমা করবেন, বস্তুত, আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (আল-কুরআন, ৩:৩১)।

৮. **ইবাদত কবুলের মাধ্যম:** মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। আর এ ইবাদতটি হবে কুর'আন-সুন্নাহ ভিত্তিক। অন্যথায় তা কবুল করা হবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا .

"যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তাঁর প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে" (আল-কুরআন, ১৮:১১০)।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

"রাসূল (সাঃ) তোমাদের জন্য যা এনেছেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর" (আল-কুরআন, ৫৯:৭)।

৯. **মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ শাশ্বত ও চিরন্তন :** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ শাশ্বত ও চিরন্তন। তাঁর শরী'আত পূবের্র সকল নবীর শরী'আতকে রহিত করে দিয়েছে এবং কেবল তাঁর প্রদত্ত শরী'আত কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

والذي نفس محمد بيده لو كان موسى بين أظهركم ثم اتبعتموه وتركتموني، لضللتم ضلالاً بعيداً، أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين.

"আল্লাহর কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন। যদি মুসা (আ.) তোমাদের মাঝে প্রকাশ পেতেন তাহলে তোমরা তাঁর আনুগত্য করতে আর আমাকে ত্যাগ করতে, ফলে তোমরা সহজ -সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে। অথচ মুসা (আ.) যদি এখন জীবিত থাকতেন ও আমার নবুওতের কাল পেতেন তাহলে তিনি নিশ্চিত আমার আনুগত্য করতেন" (ইবন হাজার, ১৩১৫ হি.)।

১০. সুন্নাহ অনুসরণ ঈমানের পরিপূর্ণতা স্বরূপ : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য ছাড়া ঈমানদার হওয়া সম্ভব নয়। কারণ ঈমানদার হওয়ার জন্য যে সকল শর্ত রয়েছে তাঁর মধ্যে অন্যতম একটি হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য ও তাঁর সুন্নাহ পালন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

"তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর" (আল-কুরআন, ৮:১)।

এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য বলতে তাঁর সুন্নাহের আনুগত্য করার কথাই বলা হয়েছে। সুতরাং কোন ঈমানদারের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহকে এড়িয়ে চলার কোন সুযোগ নেই। কারণ তাঁর সুন্নাহ পালনের মাধ্যমেই রয়েছ ঈমানের পরিপূর্ণতা।

১১. মৃত সুন্নাহ জীবিত করার মর্যাদা : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ পালন ও তা জারী রাখা অনেক পুণ্যের কাজ। বিশেষ করে যে সুন্নাহ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, তার উপর মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাঁর উপর আমল করার ফযীলত অত্যধিক। এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي ، فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، لاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ، فَعُمِلَ بِهَا ، كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا.

"যে ব্যক্তি আমার একটি (মৃত) সুন্নাহ জীবিত করে এবং লোকেরা তদনুযায়ী আমল করে, সেও আমল কারীর অনুরূপ পুরস্কার পাবে। এতে আমলকারীর পুরস্কার কিছুমাত্র কম হবে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতের উদ্ভাবন করে এবং সে অনুযায়ী আমল করা হয়, তার উপর আমলকারীর পাপের বোঝার অনুরূপ বোঝা বর্তাবে। এতে আমলকারীর পাপের পরিমাণ কিছুই কমানো হবে না" (ইবন মাজাহ, তা.বি.)।

১২. সুন্নাহে রাসূলের (সাঃ) বর্জন করা কুফরী কাজ : রাসূলের (সাঃ) আনুগত্য করা প্রতিটি মানুষের ওপর আবশ্যক। কাজেই যারা তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ করেন তারা মুমিন; আর তা থেকে পলায়ন করা বা অস্বীকার করা কুফরীর নামান্তর। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.

"বলুন! আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর, আর যদি তারা পলায়ন করে, তাহলে আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না" (আল-কুরআন, ৩:৩৩)।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য হতে পলায়ন করা অর্থাৎ তাঁর সুন্নাহের অনুসরণ বর্জন করা, এটা প্রকাশ্য কুফরী।

১৩. ইসলামী বিধানে করণীয় ও বর্জনীয় ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাত্র মাপকাঠি :

রাসূল (সাঃ) যা বলেন তা গ্রহণ করা এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকা প্রত্যেকটি মু'মিন ও মুসলিমের উপর আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

"রাসূল তোমাদের জন্য যা এনেছেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর" (আল-কুরআন, ৫৯:৭)।

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনা অর্থ হলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর নাযিলকৃত ইসলামের বিধি-বিধান দিয়েছেন, অর্থাৎ কুর'আন এবং হাদীস। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إني أوتيت الكتاب ومثله معه.

"আমাকে কিতাব [কুর'আন] এবং তার অনুরূপ [সুন্নাহ্] দেয়া হয়েছে" (ইবন হাম্বল, তা.বি.)।

১৪. কুর'আন ও সুন্নাহর মাধ্যমেই সকল বিরোধের সমাধান হতে হবে : ঈমানদারগণ কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়লে তা সমাধানের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যপর্ণ করা ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

"যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সেই বিষয়কে আল্লাহ এবং রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখিরাতে ঈমান আন; এটাই উত্তম এবং সুন্দরতম মর্মকথা" (আল-কুরআন, ৪:৫৯)।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ্ অবমাননার শাস্তি :

এ কথা সর্বজন বিদিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহকে অমান্য, অবমাননা ও অস্বীকার করা সরাসরি তাঁকেই অস্বীকার করার শামিল। নিম্নে এতদবিষয়ক ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা হলো ঃ

অবমাননা শব্দের অর্থ :

অবমাননা শব্দের অর্থ মর্যাদার ক্ষতি, সম্মান শূন্য, অপমান, সম্মানের লঘুতা বিধান, মর্যাদাহীন ইত্যাদি। যেমন বলা হয় মানের গুড়ে বালি, মান ইজ্জত নষ্ট ইত্যাদি (অভিধান, ২০০৪)।

অপমান বা অপমানের আরবি প্রতিশব্দ কয়েকটি যেমন-إهانة، تحقير، ضيع ইত্যাদি। এর আভিধানিক অর্থ হেয়করণ, ঘৃণা করা, অবজ্ঞা করা, অপমান করা, লাঞ্ছনা করা, তুচ্ছ করা এবং অসম্মান করা ইত্যাদি (রহমান, ২০০৫) অবমাননার শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Defamatory,

Disrespectful, Libellous, Destitute of honour or respect, Free from pride or vanity ইত্যাদি (Siddiqui, 2009)।

সম্মান রক্ষা করা প্রত্যেকের একটি বৈধ অধিকার। বৈধ অধিকার বলতে আইনের বিধান অনুসারে বলবৎযোগ্য অধিকারগুলোকেই বুঝানো হয়। তাই যে সকল অধিকার রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা সংরক্ষিত থাকে এবং প্রযুক্ত হয় তা এ শ্রেণির অধিকার। কন্টেনের মতে, মানুষের সহজাত স্বভাব ও স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মাধ্যমে ব্যক্তিবাদীগণ অধিকারকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন (হোসেন, ২০০৫)। বৈধ অধিকারের পরিচয় নিয়ে অনেক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। সংক্ষেপে একথাই বলা যায় যে, যে অধিকার আইন দ্বারা সংরক্ষিত হয় তা বৈধ অধিকার নামে আখ্যায়িত (হোসেন, ২০০৫)।

কুর'আনের দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধাচারণের বিধান :

যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ'র বিরুদ্ধাচারণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কঠিন শাস্তির হুমকি প্রদান করেছেন। সুতরাং এটা প্রমাণ করে যে, কোন কাজের আদেশ অথবা কোন কাজ থেকে নিষেধের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ'র বিরোধিতা করবে, সেই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার শাস্তির সম্মুখীন হবে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ.

"তারপর তারা যদি আপনার ডাকে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবেন তারা তো শুধু নিজেদের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে" (আল-কুরআন, ২৮:৫০)।

আল্লাহ আরোও বলেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

"কাজেই যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি" (আল-কুরআন, ২৪:৬৩)।

সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবাধ্য হয় এবং তাঁর সুন্নাহ'র বিরুদ্ধাচরণ করে, সে ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করতে অস্বীকার করে; আর আবদ্ধ হয় জাহান্নামের প্রচণ্ড হুমকির জালে। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাঁর জন্য এই দু'টি শাস্তি থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই; দু'টির একটি শাস্তি হলো মানসিক শাস্তি (না'উযুবিল্লাহ); আর অপর শাস্তিটি হলো শারীরিক অথবা আর্থিক শাস্তি; হয় তা হবে মৃত্যু ও ধ্বংসের মাধ্যমে, নতুবা ধন-সম্পদ বিনষ্ট ও জীবনহানির মাধ্যমে। আর এটা হলো কঠিন সতর্কবাণী ঐ ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে। আর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.

"আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ের ফয়সালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর জন্য সে বিষয়ে তাদের কোন (ভিন্ন সিদ্ধান্তের) ইখতিয়ার সংগত নয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল, সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হল" (আল-কুরআন, ৩৩:৭)।

যে রাসূলের অবমাননা করবে সে দুনিয়াতে আল্লাহর লানতপ্রাপ্ত ও আখিরাতে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে । এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا.

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাদের প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি" (আল-কুরআন, ৩৩:৫৭)।

রাসূলে (সাঃ) অবমাননা করার পর যদি সামর্থ্য থাকার পরও শাস্তি দেয়া না হয় তবে গোটা জাতি আল্লাহর গযবে পতিত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

"অতএব যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসা অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব পৌঁছার ভয় করে" (আল-কুরআন, ২৪:৬৩)।

হাদীসের দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধাচারণের হুকুম :

যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে উপহাস বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে তারা কাফের হয়ে যায়। যদিও তারা সালাত, সাওম ইত্যাদি আদায় করুক না কেন। আর রাসূলকে ও তাঁর সুন্নাহকে অবমাননা এবং তাঁকে বিদ্রুপ করার মাধ্যমে তাঁকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয়া হয়। হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ وَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَعَادَ نَصْرَانِيًّا فَكَانَ يَقُولُ مَا يَدْرِي مُحَمَّدٌ إِلاَّ مَا كَتَبْتُ لَهُ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ فَدَفَنُوهُ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ فَقَالُوا هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلْقُوهُ فَحَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ فَقَالُوا هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَأَلْقَوْهُ فَحَفَرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا لَهُ فِي الأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوا فَأَصْبَحَ قَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ فَأَلْقَوْهُ.

"আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাসারা ছিল সে ইসলাম গ্রহণ করল এবং সূরা আল-বাকারা ও আলে ইমরান শিখল। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট কেরানীর কাজ করত। সে পুনরায় নাসারা হয়ে গেল এবং বলতে লাগল মুহাম্মদ (সাঃ) আমি যা লিখি তাই বলে এর বাইরে সে আর কিছুই জানে না। এরপর সে মারা গেল, তখন তাঁর সাথীরা তাকে দাফন করল, সকালে উঠে দেখল তার লাশ বাইরে পড়ে আছে, তখন নাসারারা বলতে লাগল, মুহাম্মদের সাথীরা এই কাজ করেছে; কেননা সে তাদের ধর্ম ত্যাগ করেছিল। তখন তারা আরো গভীর করে কবর খনন করে তাকে আবার দাফন করল, আবার সকালে উঠে দেখল তার লাশ বাইরে পড়ে আছে। তখন তারা বললঃ এটা

মুহাম্মদ এবং তাঁর সাথীদের কাজ; কেননা সে তাদের ধর্ম ত্যাগ করে এসেছিল। তখন তারা আবার আরো গভীর করে কবর খনন করল এবং তাকে দাফন করল, আবার সকালে উঠে দেখল তার লাশ আবার বাইরে পড়ে আছে, তখন তারা বুঝল, এটা কোন মানুষের কাজ নয়, তখন তারা তার লাশ বাইরেই পড়ে থাকতে দিল” (বুখারী, ৩৪২১)।

অপর এক হাদীসের বর্ণনায় এসেছে, ইবনে খাতাল নামক জনৈক ব্যক্তি মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। পরবর্তীতে সে মুরতাদ হয়ে আবার মক্কায় ফিরে আসে এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নিয়ে কটুক্তি করে। তাকে মক্কা বিজয়ের দিনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হত্যার অনুমতি দেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عن أنس ، قال : اسم ابن خطل : عبد الله ، كانت له جاريتان تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم آمنين ، إلا ابن خطل وقينتيه ، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ، ومقيس بن صبابة الليثي، فإنه لم يجعل لهم الأمان فقتلوا كلهم ، إلا إحدى القينتين، فإنها أسلمت.

আনাস (রা.) বলেন, ‘আব্দুল্লাহ ইবনে খাতাল নামে এক ব্যক্তি নিজস্ব দু’টি গায়িকা নারীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর বিরূদ্ধে কুৎসা মূলক গান গাওয়াতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মক্কা বিজয় করলেন, তখন অন্যান্য কাফেরদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেও তাঁর বিরূদ্ধে কটাক্ষকারী ইবনে খাতাল ও তার মতো আরো কয়েকজন যারা একই অপরাধে অপরাধী যেমন তাঁর ঐ দুই দাসী, আব্দুল্লাহ ইবনে সা’দ ইবনে আবী সারাহ, মাকিস ইবনে সুবাবা আল লাইসি গংদের ক্ষমা করা হয়নি। তাদের জন্য কোন নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি। বরং তাদের সকলকেই হত্যা করা হয়েছে। শুধু একটি বাদী ব্যতীত যে পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে মুক্তি পায়” (আসকালানী, তা.বি.)।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলিমদের উপর মক্কার কাফির-মুশরিকরা অমানুষিক ও অমানবিক অত্যাচার-নির্যাতন করে। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হন। মক্কা বিজয়ের দিন রাসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সাধারণ ক্ষমা করলেও যারা রাসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অপমান, অপদস্ত করেছে তাদেরকে তিনি শাস্তি দিয়েছেন। এ সম্পর্কে অপর এক হাদীসের বর্ণনায় এসেছে,

عن سعد قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وسماهم وابن أبى سرح. فذكر الحديث قال وأما ابن أبى سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال يا نبى الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال : أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآنى كففت يدى عن بيعته فيقتله. فقالوا ما ندرى يا رسول الله ما فى نفسك ألا أومأت إلينا بعينك قال : إنه لا ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين .

'সাইদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) চারজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা ব্যতিত সকলকে নিরাপত্তা দান করেন (এরা মূলত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে গালি-গালাজ করেছিল)। তাদের মধ্যে একজন হলো আবদুল্লাহ ইবনে আবু সারাহ। সে ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) এর নিকট আত্মগোপন করে। ওসমান (রা.) তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সামনে হাজির করালেন আর বললেন-ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আবদুল্লাহর থেকে (ইসলামের) বায়আত নিন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মাথা উঠালেন এবং তার প্রতি তিন বার তাকালেন। তিনবারই তাঁর বায়'আত নেওয়াকে অবজ্ঞা করছিলেন। তারপর বায়'আত নিলেন। অতঃপর সাহাবায়ে কিরামদের দিকে তাকিয়ে বললেন-তোমাদের মধ্যে কি এমন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিল না, যে এই ব্যক্তিকে হত্যা করতে উদ্যত হবে? যখন আমাকে দেখল যে, আমি তাঁর বায়'আত নেওয়া থেকে আমার হাত গুটিয়ে নিচ্ছি। লোকেরা বললো, আমরা তো বুঝতে পারিনি যে আপনার মনে কি রয়েছে। আপনি একটু চোখ দিয়ে ইশারা করলেই তো হতো। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন-কোন নবীর জন্য চোখের খিয়ানত করা উচিত না' (আবু দাউদ, ২৬৫৮)।

উপসংহার

শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ। আর কুর'আন ও সুন্নাহর পরে যেসব দলিল-প্রমাণ মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃত, সেগুলো এতদুভয়ের দিকেই প্রত্যাবর্তিত; সুতরাং ইসলামে দলিল-প্রমাণসমূহের মূলনীতির ভিত্তি হলো এই দু'টি মহান উৎস-তন্মধ্যে একটি হলো আল্লাহর কিতাব এবং অপরটি হলো তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ। সুন্নাহ হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত এক ধরনের ওহী, যা তিনি তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি প্রত্যাদেশ করেন; আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মানুষের নিকট বিভিন্ন কাজের আদেশ ও নিষেধ করার মাধ্যমে এই ওহী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সর্বোচ্চ ভালবাসা মানুষের ঈমানী কর্তব্য। দুনিয়ার সবকিছু হতে আল্লাহর রাসূলকে সর্বোচ্চ ভালোবাসতে হবে। সকল কিছুর উপর রাসূলের ভালোবাসাকে প্রাধ্যান্য দিতে হবে। যুগে যুগে যারাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহকে অনুসরণ করেছেন তারা সম্মানিত হয়েছেন। আর যারা তাঁর সুন্নাহকে অপমান বা অস্বীকার করেছে তারাই ধ্বংস হয়েছে। তাই আমাদের সকলের উচিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকল সুন্নাহকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করা।

তথ্যসূত্র

ইবন মানযূর আল-আফরীকী, *লিসানুল 'আরব*, বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল 'আরাবী, ১৯৯৩ খ্রী./১৪১৩ হি.
আল-মুকরী, আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী, *মিসবাহুল মুনীর*, বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.
মুসলিম, মুসলিম ইবন হাজ্জাজ ইবন মুসলিম, *আস-সহীহ*, আল-বাহেরা : মাকাতাবাহ আল-কুদসী, ১৩৬৭ হি.
আব্দুল আযীয আল-বুখারী, *কাশফুল আসরার*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৮ হি.
তাহের আল-জাযায়েরী, *তাওজীহুন নাযর ইলা উছূলিল আছর*, হালব : মাকতাবাতুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৬হি.
সারাখসী, *উসূলুছ সারাখসী*, বৈরূত : দারুল কিতাবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৪ হি.

মালিক ইবন আনাস, *আল-মুআত্তা*, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি.
ইবন হাজার, আবুল ফজল আহমাদ, *ফাতহুল বারী*, বৈরূত : দারুল মারিফা, ১৩১৫ হি.
ইব্ন মাজাহ, আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াজিদ, *আস-সুনান*, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি.
আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, মিশর : কর্ডোভা লাইব্রেরী, তা.বি.
এনামূল হক, ডক্টর, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৪খ্রি.
মুহাম্মদ ফজলুর রহমান ড., *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান* [আল-মু'জামুল ওয়াফী] ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি.
Bangla Academy English-Bengali Dictionary, Edetor, Zillur Rahman Siddiqui, Dhaka : Bangla Accademy, 2004);
Oxford Advnced Learner's Dictionary, English-Bengali-English, Editor : Md. Kamruzzaman Khan, Dhaka : Oxford Press & Publications, 2009.
এএএম মনিরুজ্জামান ও একেএম তোফাজ্জল হোসেন, *জুরিস্প্রুডেন্স [লিগ্যাল থিয়োরীসহ]*, ঢাকা : ন্যাশনাল ল'বুক হাউস, ২০০৫,
আব্দুল কুদ্দস হাওলাদার, *আধুনিক আইন বিজ্ঞান*, রাজশাহী : পপুলার প্রেস, ১৯৯৬
বুখারী, *আল-জামি'উস সহীহ*
আবূ দাউদ, *আস-সুনান*